গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শন প্রতিবেদন।

প্রধান অতিথি : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
সভাপতি : জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ : ০৪/০৯/২০১৪ খ্রিঃ
সভার সময় : সকাল ১০.৩০ ঘটিকা।
সভার স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আগমনের জন্য স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনেকগুলো মন্ত্রণালয়ের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ই একমাত্র মন্ত্রণালয় যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সৃষ্ট মন্ত্রণালয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে আপনার উদ্যোগে, প্রচেষ্টায় ও আন্তরিকতার কারণে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তিচুক্তি হয় যার মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের অশান্ত পরিবেশ দূর হয়ে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। আপনার শুভাগমন উপলক্ষে এই মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। এই মন্ত্রণালয়ের জন্য এটি একটি স্মরণীয় দিন। আমরা আজ আপনার বক্তব্য শুনবে , পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা গ্রহণ করবো। আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই।

এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেনঃ -

পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই দশক ধরে মানুষ কষ্ট করেছে। আর তাদের কথা চিন্তা করে আমরা শান্তি চুক্তি করেছি। এখন যাতে শান্তির সুবাতাস ঐ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে।

চুক্তির পর পার্বত্য এলাকায় মানুষের পূনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চুক্তির ৭২ টি ধারার মধ্যে ৪৮ টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে, ১৫ টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে, আর মাত্র ৯ টি এখনো বাস্তবায়নাধীন।

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী আমাদের দেশের নাগরিক সেহেতু অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো তাদের ভূমির উপর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তিন পার্বত্য জেলায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি আইন ২০০১ সংশোধন করা হচ্ছে। গঠন করা হয়েছে ভূমি কমিশন।

এছাড়া তিন জেলায় প্রি- প্রাইমারী স্কুল নির্মান করতে হবে, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন এবং আবাসিক স্কুল নির্মান, কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরি করা যাবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা স্কুলে আসা যাওয়ার উপযোগী কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
এছাড়া সমতল এলাকার মত তিন জেলায়ও কমিউনিটি হেলথ্ ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। এলাকা ভিত্তিক কতগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র দরকার তা নিরূপণ করতে হবে।
ইতোমধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরণের সব ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে যোগাযোগ অনেক সহজতর হয়েছে। রাস্তা ঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট তৈরি করে দেয়া হচ্ছে
খাদ্যাভাব দ্রুত দূরীকরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ও অর্থকরী ফসল উৎপাদন করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।
কমলালেবু, লেবুসহ সব ধরণের ফল, খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনসহ অর্থকরী ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। বান্দরবানে পপি চাষ হতো। শান্তি চুক্তি করার পর আমরা সেগুলো ধ্বংস করেছি। সেখানে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া হ
পপি, তামাক চাষের দিকে গুরত্ব না দিয়ে ভূট্টা চাষ সহ অন্যান্য অর্থকরী শষ্য চাষের বিষয়ে চাষীদের আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। গবেষণা করে রাবার চাষ উন্নয়ন, মিশ্র ফল চাষ, স্ট্রবেরী চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তা উৎপাদনপূর্বক বাজারজাত করার উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। এতে করে ঐ অঞ্চলের মানুষ অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে।

আমরা রাস্তাঘাট, ব্রীজ করেছি। মাসালং পর্যন্ত রাস্তা হয়েছে। এতে বাজারজাতকরণের সুবিধা হয়েছে।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তাগিদ দেন। তিনি বলেন ১৯৯৬ সালে এ বিষয়ে আইন পাশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে ভিন্ন আঙ্গিকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বজায় রেখে পাহাড় না কেটে পাহাড়ের আকৃতি ঠিক রেখে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করতে হবে যেখানে পার্বত্য অঞ্চলের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে সম্পূর্ণ আবাসিক। এছাড়া মোবাইল নেটওয়ার্কসহ ইন্টারনেট ব্যবস্থা উন্নতকরণের যথেষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

ভোকেশনাল ট্রেনিং, নার্সিং ট্রেনিংসহ মেডিকেল কলেজ নির্মাণের উপর গুরত্বারোপ করা হচ্ছে।
খাগড়াছড়িতে টিলার উপর তুলা চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য জেলায় চা বাগান চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন তিন জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বাভাবিক শিক্ষার পাশাপাশি তাদের মাতৃভাষা যাতে অটুট থাকে সেদিকেও নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন।
এছাড়া তিন সার্কেল চীফ, হেড ম্যান, কারবারীদের সম্মানী বৃদ্ধি করা হয়েছে।
কৃষি, শিক্ষা, ধর্ম, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে মোট ১২৪৬ টি প্রকল্প রয়েছে যেগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচেছ।
তিনি ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণের উপর তাগিদ দেন। যেখানে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানসহ তিন জেলার যারা আসবেন তাদের কাজের পাশাপাশি ডরমিটরীতে থাকার ব্যবস্থাসহ সব ব্যবস্থা রাখার উপর

গুরুত্বারোপ করেন। ঐ এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প গ্রহণের আর্থিক ক্ষমতা ২৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২ কোটি টাকা করা হয়েছে এতে করে ঐ এলাকায় সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু করতে আইনগত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের জমির এবং শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে হাইকোর্টের মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মূখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন।

পণ্য পরিবহনের জন্য দ্রুতযান যা পানিতে চলাচল করবে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যদি এখানে High Speed Water Vessel/Water Bus এর ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে পণ্য পরিবহনে সুবিধা হবে, খরচও কম হবে। পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন Water Way- তে High Speed Vessel চলাচলের ব্যবস্থা করলে পণ্য পরিবহনে সুবিধা হবে।
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, পাহাড়ে মাছ ছাড়া ও বিভিন্ন ধরণের প্রাণী চাষ যেমন পাহাড়ী ছাগল পালন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে।
পাহাড়ে কাজু বাদাম ও কফি চাষ করা, প্যাশন ফ্রুট, কমলালেবু ছাড়াও অন্যান্য লেবুর চাষ করার ব্যবস্থা করতে হবে।
চা বাগান করার উদ্যোগ নিতে হবে। চা এর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় চা চাষের উপর গুরুত্বারোপ করা উচিত।
উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের (ব্লক সুপারভাইজার) ইউনিয়ন হতে প্রত্যাহার করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় যে নীতিমালা করেছে সেখানে পার্বত্য জেলার উপজেলাসমূহ থেকে প্রত্যাহার না করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
সামাজিক বনায়ন করতে হবে।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সকল মন্ত্রণালয়কে পত্র দিতে হবে যাতে অন্যান্য মন্ত্রণালয় পার্বত্য এলাকায়

কোন প্রজেক্ট বা উন্নয়ন পরিকল্পনা করার উদ্যোগ নিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে।
সর্বোপরি ঐ এলাকায় মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে যা যা দরকার তার ব্যবস্থা গ্রহণে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় যাতে সচেষ্ট থাকে সেদিকে নজর রাখার উপর গুরুত্বারোপ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য শেষ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কে একটি চড়বিৎ চড়রহঃ চৎবংবহঃধঃরড়হ উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্ভাবনা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ উপস্থাপন করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্ভাবনাসমূহঃ

পর্যটন শিল্পের বিকাশ।
মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন
বনজ সম্পদের উন্নয়ন
তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের ত সন্ধান।
ফলজ, ভেষজ ও ঔষধী বৃক্ষের বাগান সৃজন।
ক্ষুদ্র ও হস্তশিল্পের উন্নয়ন।
বিভিন্ন প্রজাতির বন্য প্রাণীর জন্য অভয়ারণ্য সৃজন।
চা, কফি, ইক্ষু, রাবার, কাসাভাসহ বিভিন্ন অর্থকরী ফসলের চাষ সম্প্রসারণ।

মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহঃ

শান্তি চুক্তির পরিপূর্ণ বা তবায়ন,
আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠান,
পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আতঃসম্পর্কের উন্নয়ন,
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন,
অনগ্রসর জনপদ ও দুর্গম এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন,
বিভিন্ন আঞ্চলিক দল ও গোষ্ঠীর ভাতৃঘাতী সংঘর্ষ এবং চাঁদাবাজী,
বনায়ন, জীব-বৈচিত্র্য ও পরিবেশের সংরক্ষণ,
অবৈধ অস্ত্র।

এছাড়া প্রধান স্থপ , স্থাপত্য অধিদপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের নকশার উপর একটি power point presentation উপস্থাপন করেন।
অতঃপর মুক্ত আলোচনা শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর মূল্যবান দিক নির্দেশনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক ও তাঁর নির্দেশনা/পরামর্শ অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় কাজ করবে সে বিষয়ে আশ্ব ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমতিক্রমে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

তারিখঃ ২৪/০৯/১৪
(বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়